59

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 3. 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

জীবনের বিনিময়ে হলেও মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা হবে

—চরমোনাই পীর ছাহেব

চুয়াডাঙ্গা থেকে জেলা সংবাদদাতার ফ্যাক্স ঃ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান চরমোনাইর হযরত পীর ছাহেব মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম বলেছেন, হিন্দুস্থান ও আমেরিকার নীলনক্সায় পরিকল্পিত কবি শামসুর রাহমানের বাসায় হামলার আসল উদ্দেশ্য কি? দেশবাসী আওয়ামী সরকারের কাছে জানতে চায়। ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্রে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, অনতিবিলম্বে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হোক, অন্যথায় দেশবাসীর বাঁধভাঙ্গা আন্দোলনের জোয়ারে মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র তো রুখবেই এবং সরকার পতন ঘটিয়ে ছাড়বে। পীর ছাহেব বলেন, মাথার পট্টি, হাতের তসবিহ ছেড়ে যদি কপালে 'মঙ্গল তিলক' লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী সুখ পান বা কাউকে খুশী করেন, এতে দেশবাসীর কিছু আসে-যায় না। কিন্তু নীরবে মুখ্যমন্ত্রী বনে গিয়ে ভারতমাতাকে খুশী করানোর অর্থ কি মূলত এটাই দেশবাসীর জিজ্ঞাসা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার প্রতিবাদ না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীরবে ভারতের অঙ্গরাজ্য বাংলাদেশকে বানাবার স্বীকৃতি দিলেন কি-না।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত শহীদ হাসান চত্বরে গত ১ ফেব্রুয়ারী বিকাল তিনটায় জেলা সভাপতি মোঃ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য ডাঃ মুখতার হোসেন, আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক সৈয়দ বেলায়েত হোসেন, মেহেরপুর জেলার সভাপতি (সাবেক জামাতের জেলা আমীর) মাওলানা আঃ কাদের, কুষ্টিয়া জেলার সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা মোঃ ইউনুস, মোঃ রফিকুল ইসলাম, শেখ নুরু মোহাম্মদ প্রমুখ। আন্দোলনের আমীর বলেন, দ্বীনের স্বার্থে জাতির কাছে লিখিত ঘোষণা যদিও আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা যে কেউ দেয় যে, "আমরা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করব", তাদের সাথেই আমাদের ঐক্য হতে পারে। প্রয়োজনে তাদের খাদেম হয়ে কাজ করব। দ্বীনের স্বার্থ তথা ইসলামকে জলাঞ্জলি দিয়ে যুগপৎ আন্দোলনের নামে আমি পতিত স্বৈরাচারকে পুনরুদ্ধার করতে পারি না।

পীর ছাহেব আরো বলেন, বর্তমান অনৈসলামিক ব্যর্থ সরকারের আড়াই বছরের সকল ষড়যন্ত্র তৌহিদী জনতার আন্দোলনের মুখে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু পানিবিহীন পানিচুক্তি এবং শান্তিবিহীন শান্তি চুক্তিই করতে সফল হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা সংকোচন, বিদ্যুৎ আমদানী, ট্রানজিট প্রদান কোনটায় সফল করতে পারেনি। পীর ছাহেব হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, বাংলার একজন মুসলমান বেঁচে থাকলেও জীবনের বিনিময়ে হলেও মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র রুখা হবে এবং দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।